তারামা চিত্রমের
হংসরাজ
পরিচালনা · অজিত গাঙ্গুলী
সঙ্গীত · সুধীন দাশগুপ্ত

তারামা চিত্রম নিবেদিত

হং স রা জ

কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অজিত গাঙ্গুলী।** প্রযোজনা : **অসিত মণ্ডল**

সংগীত পরিচালনা : **সুধীন দাশগুপ্ত।** গীতিকার : **পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রধান সম্পাদক : রমেশ যোশী ॥ সম্পাদক : কালীপ্রসাদ রায় ॥ শিল্পনির্দেশক : সুধীন খাঁন ॥ রূপসজ্জা : ভীম নস্কর ॥ শব্দযন্ত্রী : ৺অবনী চট্টোপাধ্যায়, জে, ডি, ইরাণী, অনিল তালুকদার ॥ প্রধান কর্মসচীব : সুখেন চক্রবর্তী ॥ ব্যবস্থাপনায় : নিতাই সরকার ॥ সংগীতগ্রহণ : বলরাম বারুই ॥ শব্দপুনঃর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ কার্টুন : চণ্ডী লাহিড়ী ॥ স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ ॥ পরিচয় লিখন : দীগেন ষ্টুডিও ॥ প্রচার : ধীরেন মল্লিক ॥ পরিস্ফুটনে : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ।

: সহকারীবৃন্দ :

চিত্রশিল্পে : শঙ্কর গুহ, কালী রায় ॥ সম্পাদনা : বিবেকানন্দ বসু ও স্নেহাশিষ গাঙ্গুলী ॥ পরিচালনায় : বুদ্ধদেব ব্যানার্জী ও সূর্যনারায়ণ বোম্বানা ॥ শিল্পনির্দেশক : সোমনাথ চক্রবর্তী ॥ রূপসজ্জা : বিজয় নন্দন ॥ শব্দযন্ত্রী : কালী, মহাদেব ॥ ব্যবস্থাপনায় : অজিত পাড়ে।

নেপথ্য সঙ্গীত : **সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামশ্রী মজুমদার, পূর্ণদাস, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী ও অমিত কুমার।**

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

শ্রীরঞ্জিৎমল কাংকারিয়া (ষ্টার), কলিকাতা পুলিশ, মহেন্দ্র সিং. খালসা স্কুল, লা-মার্টিনার স্কুল, জগদীশ মণ্ডল, প্রভাকর সাহা, ভৈরব চট্টোপাধ্যায়, বি, বি, রক্ষিত, ব্যোমকেশ দাসগুপ্ত, ডাঃ ডি, কে, রায়চৌধুরী, রাধিকা মোহন গোস্বামী, সাহাপুর মিলন সঙ্ঘ, মিঃ কাসেরা, দীপেন বল্লভ (গীটার) ও চিত্রা গাঙ্গুলী।

: অভিনয়ে :

শ্রীমান অরিন্দম্, সঞ্জীব দাসগুপ্ত, সুবীর ঘোষ, ইন্দ্রনীল পাল, নির্মাল্য, পরেশ, কল্যাণ, স্বর্ণালী, বিউটি ব্যানার্জী, তাপসী, শ্রীমতী উমা দত্ত, বঙ্কিম চৌধুরী, সুজয়া, বিনতা রায়, সাধনা রায়চৌধুরী, রুবি মিত্র, বীণা রায়, তুলসী, ফকির কুমার, মলিনা, মালা, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, অনিল ঘোষ, সুবোধ ঘোষ, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর দত্ত, প্রশান্ত, অজিত (ছোট), অজিত (বড়), রজত চক্রবর্তী, অজয় স্যানাল, যামিনী, হারাধন পাত্র, শংকর, সুবোধ, সত্যজিত, ভানু, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল ঘোষ, জ্যোতিষ, ও আরো অনেকে এবং **সন্ধ্যারাণী, কালী ব্যানার্জী ও জহর রায়।**

বিশ্ব পরিবেশনায় : **শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ ॥ কলিকাতা-১৩**

গল্প নয়... যা ঘটেছে তাই

সুদূর বীরভূম থেকে বালক বাউল 'হংসরাজ' মাকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে কোলকাতায়—তার কণ্ঠ ভরা গান নিয়ে।

কিন্তু কেন সে পালিয়ে এসেছে রাঙ্গামাটীর পথকে ফেলে মা'কে না বলে এই ইট, কাঠ, পাথরের কঠিন নগরে? কিসের আশায়?

হংস বলে—"ক্যানে ডনি দাদা বলে নাই,

মামাবাবু যে আমাকে রেডিওয় গান করাবেন গো!"

কিন্তু শেয়াল যেমন নাকের বদলে নরুণ পেয়েছিল, তেমনি 'হংসরাজ'ও পেল গানের বদলে 'চোর' অপবাদ। তাইতো তার কণ্ঠ বড় দুঃখে গেয়ে উঠল

"কেউ বিনা দোষে চোর হয়ে যায়

কেউ সাধু সেজে পরাণ বাঁচায়।"

না, এখানেই শেষ নয়। আরো অনেক ঘটনা আছে। আরো অনেক মজা আছে। আরো অনেক গান আছে।

আর কি আছে পর্দ্দায় দেখুন!!!

সঙ্গীত

(১)

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী

চল আপন মনে এই পরাণের সুর নিয়ে গান গাই
যা দেখি তাই নিয়ে আমি গান শুনিয়ে যাই,
ও চাষী খুড়ো ক্ষেতের কাজে হাসি মুখে যাও
ফি বছরের ফসল যেন দ্বিগুণ করে পাও,
আহা দ্বিগুণ করে পাও।
আ—হা—হা—ও গেছো দাদা খেজুর গাছের
আগায় বসে,
মন ভরে দাও মিঠা রসে।
ও গয়লা পিসি পাবে তুমি আরো দুধেল গাই,
পুলি পিঠের পায়েস তখন আমার শুধু চাই।
আহা ফুল কপি না ফুলের কপি ফুটেছে এই হাটে
আলুরা সব কেমন সুখে গড়গড়িয়ে হাঁটে।
নাপিত মশাই শান দিচ্ছেন ক্ষুরে
লম্বা দাড়ি ছাগলটা যে দেখছে
ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে
সাতু পিসির মেজাজ উদার মনটাও নয় কালো,
ও মোড়ল মশাই শরীরটা তো ভাল,
সাতু পিসি মোড়ল মশাই সামনে যাকে পাই
গৌর হরির কাছে আমি সবার ভাল চাই
আমি সবার ভাল চাই।

(২)

কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখার্জি, আরতি মুখার্জি ও
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শশী :

নমো মাতা সরস্বতী
নমো দেবদেবী গণ
নমো হে পিতা ঠাকুর
নমো ভদ্রজন।
আয় আয় আয় আয় দেখে যা হাঁসের বড়াই
শশীমুখীর সঙ্গে নাকি করবে লড়াই।
এ আবার যেমন তেমন হাঁস লয়গো
কবি হংসরাজ,
এঁদো পুকুর ছেড়ে দিয়ে ডাঙায় এলেন আজ।
প্যাক---প্যাক—প্যাক—প্যাক—
এই প্যাক প্যাকানী হবে জানি
গানের বাণী তোর,
শুনে কানে সবার লাগবে তালা
চোখে লাগবে ঘোর।

হংস :

ও শশীমুখীরে—
তুমি কেমন তরো মেয়ে বটে
ধর্ম্ম তোমার নাই,
যার চোখের এমন কর্ম্ম
তার চোখে পড়ুক ছাই—
ছি ছি লজ্জায় মরে যাই।

শশী :

কি বল্লিরে হতচ্ছাড়া
পুঁচকে হাঁসের ছানা
এই পটল চেরা চোখের কদর
তুই বুঝবি কিরে কানা,
ও তুই বুঝবি কিরে কানা।
আমি চোখ মেরেছি বেশ করেছি
আবার মারছি দেখ

ঐ হেঁসো গলায় কানের কাছে
করিসনা প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক—।

হংস :

হায় হায় বুক ভেঙে যায়
আমি বড়ই দুখে দুখী
কে রেখেছে বলো তোমার নামটি শশীমুখী
যা লক্ষ্মীর চরণ ছেড়ে আকাশ কেনে চাও
তোমার পেঁচীর মতন মুখের গড়ন
তেনার বাহন হয়ে যাও

শশীর বাবা :

শুনুন শুনুন বাবুমশাই
শুনুন ব্যাটার আস্পর্দ্ধা,
যার বাপ ভিখিরী মা ভিখিরী
ভিখিরী যার ঠাকুর্দ্দা
শুনুন তার কথার আস্পর্দ্ধা

হংস :

আমি জাত ভিখারী
তাইতো আমি ভিক্ষা করে ফিরি
বুকে আমার প্রেম ভিক্ষারী
শ্রীগৌরাঙ্গ হরি.
আমি আর কিছু না চাই
সবার কাছে ভালবাসার
ভিক্ষা চেয়ে যাই।

(৩)

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী।

আরে বাহারে বাহারে বাহা বা
দেখে যা—
দেখেযা—দেখেযা— দেখেযা—
একি মজার খেলারে ভাই
কি খেলা।
একজনা তেড়ে ফুড়ে
গোলাটারে দেয় ছুড়ে
তিনটি কাঠের ঠেকো
হয়ে যায় দুফালা।
ভীমের গদার মতো মাথার ওপর
যেটা বন্ বন্ বন্, বন্ ঘোরে
ঘা খেয়ে তারই গোলাটা পাখীর মতো
আকাশেতে ওড়ে।
তাকে ধরলেই হাউ মাঁউ
ফেলে দিলে লাগে ঝামেলা।
দুপায়ে বালিস বাঁধা
মাথায় কেমন টুপী
সাঁই সাঁই ছোটা
এ খেলার গুনে দশদিনে রোগা হবে
যত পেট মোটা
এই তামাশায় ভরে মন
মিলে মিশে যা এই বেলা ।।

(৪)

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী।

ও শাম্ শ্যামরে—
ফুল ফোটাতে মধুবনে
ডাক দেরে বসন্তরে
একবার ডাক দেরে বসন্তরে
আমি এসে গেছিরে।
এক বেরসিক সদর দ্বারে
ধমকি দিয়ে লাঠি নাড়ে
আমি এক পা এগোই
দুপা পিছোই

আমার হয়না যাওয়া ভিতরে।
শোনরে সুজন শোনরে স্বজন
মানেনা মন শাসন বারণ
নিয়ে সেই রসের ধারা
দেনা সাড়া
নেরে আমায় অন্তরে ॥

(৫)

কণ্ঠ : শ্যামশ্রী মজুমদার।

টিয়া টিয়া টিয়া
অজ পাড়া গায়ে থাকে
ট্যারা চোখে তাকায় টিয়া
নোলক পরা নাকে।
হংসরাজা বর যে তারই
টিয়া চলে শ্বশুর বাড়ী
এমন সময় পেটুক শিয়াল
হুক্কা হুয়া ডাকে
ট্যারা চোখে তাকায় টিয়া
নোলক পরা নাকে ॥
চায় যে শিয়াল হংসরাজের
ঘাড় মটকে খেতে
লকলকে তার জিভটা যে তাই
নাচে আনন্দেতে।
হংস ভয়ে কেঁপে মরে
টিয়া এসে তাকেই ধরে
মস্ত বড় লাঠি দিয়ে
তাড়ায় শিয়ালটাকে ॥

[গানটি সম্পূর্ণ কার্টুন চিত্রে]

(৬)

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী।

ও রাজা মশাই—
গানের রাজা, গানের রাজা
এই তোমার বাড়ী রেডিও ইষ্টিশানে
গানের রাজা, গানের রাজা
আমি যে অনেক আশায়
ঘুরে ঘুরে এসেছি এই খানে ॥

(৭)

কণ্ঠ : অমিত গাঙ্গুলী।

বসন্ত :

চীৎকার চেচামিচি মাথা ব্যথা
হল্লোর হৈ চৈ ব্যস্ততা
এই নিয়ে হোলো কোলকাতা।
কোলকাতা কোলকাতা কোলকাতা
আমি লাইনেতে বাঁধা ট্রাম
টিকি বাঁধা তারে
বেলাইনে চলে যাই শুধু বারে বারে।
আ---আ---হা---হা---হা---হা---ওহো ওহো হো

হংস :

---ওরা ঝুলছে কেনে ?

বসন্ত :

---এই ভাবে লোকে ট্রামে বাসে ঝুলে চলে।

হংস :

--যদি পড়ে যায় ?

বসন্ত :

--আগে পড়ে যেত, এখন ?
এখন হয়েছে প্র্যাক্‌টীস,
সব্বাই জেনে গেছে রড ধরে
ঝোলাটার ট্যাকটীস।
যেই রাস্তায় জল জমে
রিক্সা যে আমি
ট্যাক্সির চেয়েও ভাই হয়ে যাই দামী।
আমি ঠ্যালা গাড়ী

শুধু ঠ্যালা মারি

পুলিশ :

—এই ঠ্যালা বলতো আমি কে ?

আমি ট্রাফিক পুলিশ

রোদ নেই জল নেই

আছি খাড়া দাঁড়িয়েই

মুখে নেই কথা---॥

(৮)

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী।

ও দিদিমণি গানের রাণী

দাও গাইতে আমায় রেডিও ইষ্টশানে,

আমি যে অনেক আশায়

ঘুরে ঘুরে এসেছি এইখানে।

কত সব গুণী গায়েন হেথায় করেন গান

তাদের পায়ের নীচেই দাওনা আমায় স্থান

পরাণের বাজনা আমার উঠবে বেজে গানে গানে।

ও দিদিমণি কেটে গেছে আঁধার নিশা

চেয়ে দেখ ভোর হোলো

একটু তুমি সময় করো দয়া করে দোর খোলো

নগরের গান শুনেছো রসেতে মধুর

একবার শুনেই দেখো পল্লী মায়ের সুর

দিদিগো একটুখানি চেয়ে দেখো মুখের পানে॥

(৯)

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী

ও বড়ো কষ্টে

আমি পেলাম খুঁজে যা চেয়েছি তা বড় কষ্টে

ও ভোলামন, ইবারে তু পরাণ ভরে গা।

যারা আমায় করলো লালন

আমার গেরামবাসী

সবার আগে এ গান শুনে

তোমরা হবে খুশী

স্বজন বন্ধু যারা আছো

শুনতে ভুলোনা।

ও টিয়ারে---

তোর কথা আজ বাজে বুকের ভিতরে

বাজলো নুপুর মিষ্টি গানে

তারও কথা রইবে মনে

ভরা-বুকে গাঁয়ের ছেলে

গা তু গেয়ে যা।

(১০)

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী

ও বাবু মশাই---

এখন আমি কি শোনাই।

শহরটার এই গোলক ধাঁধায়

আঁধার হল মন।

মন্দ ভালর একি খেলা

চলছে হেথা সর্বক্ষণ

কেউ বিনা দোষে চোর হয়ে যায়

কেউ সাধু সেজে পরাণ বাঁচায়

আবার গরীব বন্ধু রাখতে কথা

পণ করে দেয় তার জেবন

আঁধার হল মন।

হেথায় ধনীর ছেলে সাহেব ডনি

আছে যে তার টাকার খনি

আর শামু দাদার নেই যে কিছুই

আছে হৃদয় রত্নধন

হেথায় বাবারে কেউ ড্যাডি ডাকে

মামি বলে নিজের মাকে

আমি গাঁয়ের ছেলে গড় করি ভাই

সেই বাঙালীর শ্রীচরণ।

(১১)

—প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী

সকলি কপালে করে (নেপথ্যে)

(১২)

---পূর্ণদাস বাউল

জেবন খেয়া (নেপথ্যে)

কিশোর চিত্র

হংসরাজ